প্রথম আলো

17 JAN 2013

বিদ্যালয়ের কেউ জানেন না এমপিওতে তাঁরা শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ও লালপুর প্রতিনিধি ●

বিদ্যালয়ের কেউ জানেন না, অথচ এমপিওতে (মাসিক পেমেন্ট অর্ডার) তিনজন নতুন শিক্ষকের নাম চলে এসেছে। এখন তাঁরা বিভিন্নভাবে বেতন উত্তোলনের জন্য প্রধান শিক্ষককে চাপ দিচ্ছেন। নাটোরের লালপুর থানা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে গত বছরের নভেম্বরে এ ঘটনা ঘটেছে। প্রধান শিক্ষক বিষয়টি তদন্তের আবেদন করেছেন।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জনবল কাঠামো অনুযায়ী ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কোনো শূন্য পদ নেই। সেখানে ১৬ জন শিক্ষক রয়েছেন। হঠাৎ করে গত নভেম্বরের এমপিওতে অতিরিক্ত তিনজন শিক্ষকের নামে এসেছে। তাঁরা হচ্ছেন আয়েশা খাতুন, বিষ্ণুপদ সরকার ও আফরোজা খাতুন। অভিযোগ রয়েছে, বিষয়টি জানার পর বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সভা করার জন্য তিন দফা নোটিশ দেওয়া হলেও পর্ষদ সভা করার জন্য প্রধান শিক্ষককে সহযোগিতা করছেন না।

বিষয়টি তিনি নাটোর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে তদন্তের জন্য আবেদন করেছেন। গত ৩ জানুয়ারি উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা দুলাল আলম প্রাথমিকভাবে বিষয়টি তদন্ত করেছেন।

জানতে চাইলে দুলাল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, তদন্তে তাঁর কাছে ওই তিন শিক্ষকের নিয়োগ জাল প্রমাণিত হয়েছে। তিনি ধারণা করছেন, কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর জাল করে তাঁরা বেতনের জন্য কাগজ পাঠিয়েছেন।

প্রধান শিক্ষক শরীফা বেগম বলেন, তাঁর বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি। যাঁদের নামে এমপিও এসেছে, তাঁদের তিনি চেনেন না। বিষয়টি জানার পর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হজরত আলীকে তিনি খবর দেন। তিনি বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষকদের সামনে বলেন, এই শিক্ষকদের নিয়োগের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তবে পরোক্ষভাবে তাঁদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন লোক দিয়ে তাঁদের বেতন দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। বিষয়টি তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকেও জানিয়েছেন।

জানতে চাইলে হজরত আলী বলেন, ওই তিনজন বৈধ শিক্ষক। আগের প্রধান শিক্ষকের আমলে তাঁদের নিয়োগ হয়েছিল। আগের প্রধান শিক্ষক চার বছর আগে ছিলেন। তাহলে এত দিন তাঁদের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর থাকার কথা।

এ ব্যাপারে তিনি বলেন, বর্তমান প্রধান শিক্ষক নতুন খাতা করেছেন। তাতে স্বাক্ষর করতে দিয়েছেন কি না, তিনি জানেন না। চার বছর থেকে বিদ্যালয়ে এলে শিক্ষার্থীরা তো ওই শিক্ষকদের চিনবেন—এর জবাবে তিনি বলেন, 'তিনি বিদ্যালয়ের সভাপতি। তাঁকে তো দৈনিক বিদ্যালয়ে যেতে হয় না। এটা তিনি বলতে পারছেন না। এমপিওতে ওই শিক্ষকদের পুরো ঠিকানা না থাকার জন্য তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। নাটোর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বলেন, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। তদন্ত শেষ হলে বলতে পারবেন।